মূল শব্দাবলীঃ
দৃঢ় প্রত্যয়
ধারাবাহিকতা

Majlis Ugama Islam Singapura
Friday Sermon
2 January 2026 / 12 Rejab 1447H

“দৃঢ় প্রত্যয়ে পথচলা

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمَرَنَا بِالتَّقْوَى وَالخُلُقِ الكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

যুমরাতুল মুমেনিন রাহিকামুল্লাহ,

আসুন আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার প্রতি প্রকৃত অর্থে পরিপূর্ণ তাকওয়া। এমন তাকওয়া, যা আমাদের জীবনের প্রতিফলন — আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি আমাদের আনুগত্যের প্রমাণ, এবং যে তাকওয়া ধৈর্য ও ঈমানের বীজ হয়ে আমাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত পথচলায় সহায়ক হয়। জেনে রাখুন, জীবনের সর্বোত্তম পাথেয় সম্পদ, মর্যাদা বা দুনিয়ার সাফল্য নয়; বরং এমন দৃঢ় অবস্থান, যা প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের বন্ধনকে অটুট রাখে।

সত্যিকারের তাকওয়া কোনো ক্ষণিকের উদ্দীপনা দিয়ে গড়ে ওঠে না; এটি পুরো জীবনের ধারাবাহিকতার ফল। এটি সাময়িক আবেগের ফল নয়, বরং স্থায়ী আনুগত্যের পরিণতি। তাই যে-ই প্রকৃত অর্থে তার

তাকওয়াকে সংরক্ষণ করতে চায়, তাকে থাকতে হবে অবিচল — ইবাদতে, সৎকাজে, এবং নিজেকে উন্নত করার প্রচেষ্টায়, যদিও সেই পদক্ষেপগুলো চোখে ছোট মনে হয়।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

যখন আমরা ২০২৬ সালের নতুন বছরে পদার্পণ করছি, তখন আমরা একইসঙ্গে বরকতময় রজব মাসেও প্রবেশ করেছি — যা আল্লাহ্ তাআলার সম্মানিত মাসগুলোর একটি। আমি আমাদের সবার প্রতি উৎসাহ জানাই, এই রজবের সুযোগকে যেন আমরা আমাদের জীবনের দিক-নির্দেশনা পুনর্বিবেচনার এক দিব্য আহ্বান হিসেবে গ্রহণ করি — তা শুধু দুনিয়ার সকল অর্জনের মানদণ্ডে নয়, বরং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের অবস্থানের মানদণ্ডে।

অনুমতি দিন একটি আত্মসমালোচনামূলক প্রশ্ন রাখি: কতগুলো সৎকর্ম আমরা প্রবল উৎসাহ নিয়ে শুরু করেছি, অথচ অর্ধেক পথেই তা ম্লান হয়ে গেছে? এর কারণ কী, সম্মানিত জামাআত? কারণ আমরা স্থির থাকার শক্তি গড়ে তোলার জন্য সময় ব্যয় করিনি।

এখানেই ধর্ম আমাদের সামনে উপস্থাপন করে একটি মহান মূল্যবোধ—যা আমরা প্রায়ই উচ্চারণ করি, কিন্তু বাস্তবে ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে, তা হলো *ইস্তিকামাহ*— অটল স্থিরতা ও দৃঢ়তা।

সুরা ফুসসিলাতের ৩০ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٣٠

অর্থঃ ***"যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর (এ কথায়) স্থির থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতারা অবতরণ করে এবং বলে, তোমরা ভয় পেয়ো না, দুঃখিতও হয়ো না এবং জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।".***

এই আয়াত প্রমাণ করে যে ঈমান শুধু মুখের উচ্চারণ নয়; বরং তা প্রমাণিত হয় ইস্তিকামাহর মাধ্যমে — আনুগত্য ও সৎকর্মে অবিচল থাকার ধৈর্য, এবং সর্বদা চরিত্র উন্নয়নে সচেষ্ট থাকার প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

সম্মানিত সুধী,

নতুন বছর ও রজব মাসের আগমন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করা কখনই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তিতে জীবনযাপন করা নয়; এটি একটি দীর্ঘ প্রস্তুতির ভিত্তিতে গড়ে তোলা জীবন। আধ্যাত্মিক সাফল্য অর্জন সাময়িক আবেগের জোয়ার দিয়ে গড়ে ওঠে না; বরং ছোট এবং ধারাবাহিকভাবে নেয়া পদক্ষেপের মাধ্যমে তা গড়ে ওঠে এমনকি তা গড়ে ওঠে যখন স্পৃহা বা উদ্যম কমে যায় বা পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে না তখনও।

ইসলাম আমাদের কাছে **তাৎক্ষণিক পরিপূর্ণতা** দাবি করে না। যে জিনিসটি দাবি করা হয় তা হলো—জীবনের উত্থান-পতনের মাঝেও অবিচল থাকার ক্ষমতা।

তাহলে, এই চাহিদায় ভরপুর জীবনে ইস্তিকামাহ বা অটল স্থিরতা গড়ে তুলতে আমরা কী কী পদক্ষেপ নিতে পারি?

প্রথমত, শুধু উদ্দীপনা নয়—একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা ও উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন শুরু করতে হবে

আমাদের অনেকেই কর্মজীবন, আর্থিক বিষয়, শিক্ষা ও পরিবার– এসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্ধারণ করি এবং সেগুলো অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করি, এসবের বিস্তারিত পরিকল্পনাও করি। এটি হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনার উদাহরণ। একই নীতি আমাদের ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত। ইস্তিকামাহ বা অটল স্থিরতা শুরু হয় দৃঢ় নিয়ত থেকে: যেন ঘরে, অফিসে, বিদ্যালয়ে বা মসজিদে—যে কোনো প্রচেষ্টায় আমাদের লক্ষ্য থাকে শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, কেননা আমরা তাঁরই বান্দা!

একটি স্পষ্ট নিয়ত নিয়ে বাবা তাঁর পরিবারের জন্য হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা করেন। সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে মা ধৈর্য ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা নিশ্চিত করেন। ঠিক একইভাবে একজন শিক্ষার্থীও—ব্যস্ত শিক্ষাজীবন সত্ত্বেও নিয়মিত নামাজ আদায় করেন—ইস্তিকামাহর পথে অটল থাকেন।

দ্বিতীয়ত, শুধু বড় বড় সংকল্প নয়—নিয়মিতভাবে পালন করা অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের সমাজে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা একটি স্বাভাবিক সংস্কৃতি: বাস ও এমআরটি সময়সূচি, মিটিংয়ের তারিখ, বিদ্যালয়ের পরীক্ষা—এসবই উচ্চমাত্রার শৃঙ্খলা দাবি করে। একই শৃঙ্খলা আমাদের আত্মিক জীবনেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

ইস্তিকামাহ হঠাৎ বড় পরিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে না; বরং তা ছোট, নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে দৃঢ় হয়—যেমন:

– প্রতিদিন কয়েক আয়াত কুরআন তিলাওয়াত করা, এমনকি কর্মস্থলে বের হওয়ার আগে এক মিনিট হলেও;

– যাতায়াতের সময় সংক্ষিপ্ত যিকির করা;

– নিয়মিত ছোট দান-সদকা করা—হোক তা সামনাসামনি কিংবা ডিজিটাল মাধ্যমে;

– এবং প্রতিদিনের মেলামেশায় সহকর্মী, প্রতিবেশী বা পরিবারের প্রতি সু-ধারণা রাখার চেষ্টা করা।

এই ছোট ছোট অভ্যাসগুলিই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মুহূর্তগুলোতে আমাদের ঈমানকে দৃঢ় রাখার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

তৃতীয়ত, এই জীবনযাপন শুধুমাত্র নিজের ক্ষমতার উপর নয়—মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর নির্ভরশীল করে স্থির করতে হবে

অনেকেই উৎসাহ নিয়ে জীবনযাত্রা শুরু করেন, কিন্তু অর্ধপথে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, কারণ তারা সবকিছু একা বহন করতে চাইলে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে ভুলে যান। প্রকৃত ইস্তিকামাহ জন্মায় তাওয়াক্কুল

থেকে—এটা বোঝার মধ্যে যে আমরা আল্লাহর সহায়তায় এগিয়ে চলছি। অতএব, আপনার দোয়াকে কেবল ইবাদতের সমাপ্তি হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখবেন না, বরং এটিকে শক্তির উৎস হিসেবে গড়ে তুলুন:

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قُلُوبَنا عَلى دِينِكَ

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর দৃঢ় রাখুন"

সম্মানিত সুধী,

উলামারা বলেছেন: "রজব হলো বীজ বপনের মাস, শাবান হলো সেচের মাস, আর রমজান হলো ফসল সংগ্রহের মাস।" বীজ বপনের ঋতু মিস না করে আসুন এই মাসে আমরা অটল স্থিরতার বীজ বপন করি।

আল্লাহ আমাদের রজব ও শাবানের মাসগুলোতে বরকত দান করুন, এবং রমজানের সাথে আমাদের পুনর্মিলন ঘটান যেন আমাদের ঈমান আরও দৃঢ়, হৃদয় আরও প্রশান্ত এবং জীবন আরও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أن لا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِين. أَمّا بَعْدُ، فَيا عِبادَ الله، اتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانتَهُوا عَمّا نَهاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتّابِعِين، وَتابِعِي التّابِعِين، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَن، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَن، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسائِرِ البُلْدانِ عامَّةً، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا المُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يا أَرْحَمَ الرّاحِمِين. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُم أَمْنًا، وَحُزْنَهُم فَرَحًا، وَهَمَّهُم فَرَجًا، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلامَ وَالأَمْنَ وَالأَمانَ لِلعالَمِ كُلِّهِ

وَلِلّناسِ أَجْمَعِينَ. رَّبَنا آتِنا فِي الُّدنَيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشاءِ وَالْمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.